শ্রীশ্রীহরি শরণম্।

রাবণ বধ

ভাদু সঙ্গীত

ওরফে

স্বর্ণ লঙ্কা।

সীতারে করিয়া হরণ, ব্যাপারী রাবণ।
(ভেবেছিল) বিশ্বজয় করিলাম এ তিন ভুবন।
সে রাবণকে বধ করিল চক্রের শ্রীরাম।
তাহা দেখি কালনেমী কাল মুখে হারাই জ্ঞান।

প্রণেতা ও প্রকাশক :—

শ্রীকালীপদ কুণ্ডু, (কীর্ত্তন গায়ক)

নগদ মূল্য— ২০ নঃ পয়সা।। শালবনী, বাঁকুড়া।

বন্দনা

ওমা তন্ত্রেশ্বরী।

আমরা তোমায় ডাকছি মা বিনয় করি॥

তোমা ধনে পূজব বলে গো, মনেতে মানস করি।

বেছে বেছে ফুল এনেছি, সারা বন ঘুরি ঘুরি॥

ফুলের মালা ফুলের ডালা গো, রেখেছি যতন করি।

ফুলের আসন পাতা আছে, বসবে মা তার উপরি॥

ফুলাসনে বসবে তুমি গো, আমরা দেখব মা নয়ন ভরি।

ফুলের চামর ঢুলাইব, আমরা যত সহচরি॥

ভক্তি ভাবে করব পূজা গো, আমরা তোমার কিঙ্করী।

তোমার চরণ পূজায়, ফুল রেখেছি, এক সাজি ভর্তি করি॥

[২]

(গোপিগণের কঠিন মান)

শুনি বৃন্দাবনে।

কৃষ্ণ রাধার ধরে ছিল চরণে॥

এমন কোথায় দেখি নাই যে গো, শুনি নাই যে শ্রবণে।

বৃন্দাবনে নিত্য নূতন মান করে গোপিগণে॥

মান ছাড়া চলেনি বলেনি তারা গো, মিথ্যা মান করে স্বজনে।

তাদের কথাতে কথাতে যে মান, করে গো কৃষ্ণের সনে॥

তাদের নিমিষে নিমিষে মান যে গো, পলকে ক্ষণে ক্ষণে।

তাদের ঘুমাতে ঘুমাতে মান, শয়নেতে স্বপনে॥

তাদের মানই হোল পরম ধন গো, মানই ভজন সাধনে।

মানের দায়ে কৃষ্ণ সেবা, করে অতি যতনে॥

নাপিতানি সেজে কৃষ্ণ গো, ধরে রাধার চরণে।

আবার যোগী-জোগী সেজে, রাধার মান করে গো ভঞ্জনে॥

[৩]

(মিলনান্তে)

([illegible])

নিকুঞ্জ নিকুঞ্জ মাঝে।

রাই কানু একাসনে শয়ানে ॥

[illegible] একাসনে শয়ানে । [illegible]

রাই চাঁদ আর কৃষ্ণ চাঁদ হয়েছে গো মিলনে ॥

[illegible] বিহারে তোমার গো, বসিয়াছে [illegible] ।

[illegible] আজি হয়েছে [illegible] ॥

[illegible] তোমার গো, [illegible] ।

[illegible] তোমার [illegible] ॥

[৪]

(কুঞ্জ ভঙ্গ)

রাই জাগ রাই জাগ বলে ।

শারী শুক ডাকছে যে ডালে ডালে ॥

কত নিদ্রা যাওহে ধনি গো, কাল মানিকের কোলে ।

কেমন করে ঘরে যাবি, কুলবতী [illegible] বলে ।

অরুণের উদয় হোল গো, [illegible] গেল চলে ॥

আর কেও জাগিবে, [illegible] নাই, [illegible] গোকুল [illegible] ॥

[illegible] গো, [illegible] ।

[illegible] ॥

কেমন [illegible] ।

তুমি ঘরে ফিরে, [illegible] ॥

[৫]

(নৌকা বিলাস)

সবাই দেখ গো চেয়ে।

ওগো সবাই ঐকি গো ঘাটের মেয়ে ॥

কোথা হতে এল সখি গো, এ হেন সুন্দর মেয়ে।

উহার নায়ে কি পার হতে হবে, আসছে যে নৌকা বেয়ে ॥

মরি মরি কি রূপের ছটা গো, চেয়ে দেখ গো সবাই নয়ন দিয়ে।

আবার কমরেতে বাঁশী খানা রেখেছে গো গুজিয়ে ॥

মনি মুক্তা লাগালেছে গো, নৌকা খানা সাজিয়ে।

ঐ দেখ বাঁকা আঁখি ঘুরাইছে, হেসে হেসে গীত গেয়ে ॥

মেয়ার স্বভাব ভাল লাগে না যে গো, কি করে যাব পার হয়ে

মাঝ দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে, মারে পাছে ডুবিয়ে ॥

[৬]

(অপজিট পার্টী)

দেখছি তাকে সোনার চুড়ি।

তোদের জাদু টা যে ঠিক যেমন মেথর বুড়ি ॥

চুল গুলা যে জট্ ধরা গো, ঝরি মাকে পিচুড়ি।

গায়ের গন্ধে যায়না থাকা, মনে হয় উঠে পড়ি।

মাথায় ঝক ঝক করছে উকুন গো, যেন্না যেন্নো এক ঝুড়ি।

যা যা সবাই মিলে মইজিই দিগা, মই মই করে তাড়াতাড়ি।

তাহার মুখটা দেখে মনে হয় যে গো, একশ বছরের বুড়ি।

একটীও দাঁত নাই যে সখি, পেসলেই পেসলেই খায় মুড়ি ॥

[৭]

(ভাদু পূজাতেই বেশী আনন্দ)

ভাদু তোর পূজাতে।

পেট ভরে হায় খিচুড়ি আর লাড্ডুতে ।

আমু রেখে রেখে বর্ষ গো, নিত্য আছে শাস্ত্রেতে

পেট ভরিলে হরিনাম, আপনি বলবে মুখেতে ॥

শিব কালী দুর্গা পূজা গো, যাগ যজ্ঞ হয়েছে ।

ফলের মধ্যে ঘণ্টা নাড় হয়, উপোস দিয়ে মর ভেবে ॥

গাজী জুড়ে নিজের বলি গো যত পার এনে দিবে ।

ঘণ্টা নেড়ে ঢং ঢং ঢং শব্দ কানে যাই না যেতে ॥

[৮]

(ভূমি কম্প)

[illegible]

ভূমি কম্পে কত মানুষ গেছে মরে ॥

বড় বড় দালান বাড়ীতে, পড়ল সব চুর মার হয়ে ।

ঘর দুয়ার যে গেছে কোথায়, চিহ্ন নাই কোন ধারে ॥

এক বার নয় আর দুবার নয় যে রে, দোল যে ঘরে ঘরে ।

দু-দশ মিনিট নড়বে নাকি, নড়েছে দিন রাত ধরে ।

মরল কত হাঁটিল কত রে, সঠিক নাহি খবরে ।

ছাগল ভেড়া গরু বাছা, একবারে গেছে মরে ।

ভারতের প্রধান মন্ত্রীরে, গিয়ে ছিল নজরে ।

সেই হল লীলা দেখে কেঁদে, আইছে যে দেশে ফিরে ॥

ঘর দুয়ার সব দালান বাড়ীতে, আবার গড়ে তুলতে শহরে ।

কত কোটী টাকা মঞ্জুর, করেছে যে সরকারে ॥

[৯]

— বেপারীহাটে সীতা হরণ —

মাসী কি মরি মরি ।
বেপারী হাটে দেখে এলাম সারা রাত ধরি ॥
কুঞ্জ খানা সাজাল মাসী গো, কিবা পরিপাটি করি ।
তাথে ইলেকট্রীক জ্বলছে লাইট, ঘুরছে পাখা বন বন করি ॥
কে গড়ল মাসী নিতাই গউর গো যাই তারে বলিহারি ।
যেন সাক্ষাৎ এসে বাঁকুড়াতে, হোল গো অবতরী ॥
দেখলাম বিরাট রাবন করেছে মাসীগো, কপট যোগীর বেশধরি
শূন্য ঘর পেয়ে রাবন, রামের সীতা কৈল চুরি ॥
সীতাদেবী কাঁদছে মাসীগো, যে দেখছে তার চোখে বারি ।
এমনি মনে হয় যে হুকগী পিটে আমিও কেঁদে মরি ॥
কি দুষ্ট রাবন রাজা গো, সীতা লয়ে যায় হরণ করি ।
জটায়ু পাখীর ডানা, কেটে পালায় লঙ্কাপুরী ।
আবার বালী সুগ্রীব দেখলাম মাসীগো, লেজ উপর দিকে করি
আজ কালের লক্ষ্মি দেখলাম, শাড়ী ছেড়ে ফুলপেন পরি ॥
একটা বুড়া বাউল দেখলাম মাসীগো গোপীযন্ত্র হাতে করি ।
সে মাটীর বাউল না মানুষ বাউল আমি গো বুঝতে নারি ॥
তার প্রত্যেক অঙ্গের শিরাগুলাগো, দাঁড়িয়ে গেছে একসারি ।
দেখে মনে ভয় গো বুড়া এখনি যাবে মরি ॥
সতীর মরা দেহ লয়ে মাসীগো, শিব আছে কাঁধে করি ।
আবার পূর্ণ বাউল, গাইছে গান, বাউলানীকে সঙ্গে করি ॥

[১০]

(প্রচুর গম ফলেছে)

দেখলাম কাগজেতে ।
প্রচুর গম ফলেছে ভারতে ॥
উচ্চশীল গমের ফলন গো, যে পারল বেশী ফলাতে ।
জনকি প্রধান মন্ত্রী, পুরস্কার দিয়েছে রীতি মতে ॥

মিছে খরংচুর হবে গো, তিন বৎসরের মধ্যেতে।
আমদানী যে বন্ধ করে, দিবে অন্য দেশ হতে।
চালের আদর থাকবে না যে গো, যে গম ফলেছে ভারতে।
এবার রুটী খেয়ে, নাবাব ভুঁড়ী, বলছে অফিসারেতে॥
কিন্তু কাজের কি সুখ বেশ থাকিলে গো, ঠক’রে মরে তাথে।
যেমনি গরীব দুঃখী ভাবে সুখী, মরবে হাত বুলা’য়ে পেটেতে॥
এদিকেতে মুচকী মুচকী হাসছে ব’ল গো, যত গমচোর ভাতে।
ভাবছে কেমন এ বৎসরে প্রচুর গম ফলেছে ভারতে॥

(১১)

—ঃ বিখ্যাত ঝাড়াই মসলার দোকান ঃ—

(চকবাজার—শ্রীভুবনমোহন বরাট)

মনা বলি তোরে।
ঝাড়াই মসলা কিনে আনবি এইবারে।
কোথায় কিনে আনিস মরিচে, দেখিসনারে একবারে।
ধানের বেশী ভিষণ চাপা, ওজনে হয় কমবারে॥
লঙ্কাতে ঝাল নাই যে বলিবে, কিবা জলা মসলারে।
হলুদগুলা শক্ত ছাড়ে, একবারে দেখনারে॥
ডাল গুলা যে শুধা শুখাতে সিদ্ধ হয় না একবারে।
আবার পস্ত গুলা অর্দ্ধেক ধুলা থাকে তার ভিতরে॥
আজ ফর্দ্দতে নাম লিখে দিলাম যে, দেখবি পড়ে উপরে।
ভুবনমোহন বরাটের দোকান, যদি চকের বাজারে॥
বিখ্যাত ঝাড়াই মসলার দোকান যে পরিচিত সবারে।
কিনে নিয়ে যাচ্ছে কত বড় বড় দোকানদারে॥
খাঁটী জিনিষ পাওয়া যায় যে যে দামে বলি সত্যারে।
কোন লোককে ঠকায় না বলি, ওজনে দেয় ঠিক করে॥

(১২)

ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঃ

আমেরিকাতে।
পক্ষশালায় একটি চতুষ্পদ পাখীতে ॥
দুটী দেহ হয়েছে বলিগো কিন্তু চারিটী ঠেং আছে।
দুটী হৃৎপিণ্ড আছে, দুটী পেট দুধারেতে ॥
একটি মাথা দুটী ঠোঁট গো, চাহে দুটি চোখেতে।
আমেরিকা, বাসী যত, হয়েছে সব অবাকেতে ॥
দলে দলে আসছে সবাই গো, দেখতে পক্ষশালাতে।
একটী পাখীর দুটি দেহ মেডিকেল খবরেতে ॥

—•—

(১৩)

— ভীষণ বন্যা —

এ বছর ভারতে।
কত যায়গা ডুবল নদীর বন্যাতে ॥
হাজার হাজার বর্গ মাইল গো, হাজার হাজার প্রাণেতে।
লক্ষ লক্ষ একর ভূমি, জলে জলাময় ভাসে ॥
লক্ষ লক্ষ নর নারী গো, পড়ে বন্যার কবলেতে।
হাজার বাড়ী, ঘর সম্পত্তি জাতি একবারে বিনাশ হয়েছে ॥
ঘর দুয়ার সব পড়ে গেছে গো দাঁড়াবে আর কোথাতে।
কেহ গাছের উপরে ছুটে গিয়ে. উঠে গেছে প্রাণেতে ॥

কোথায় ছেলে কোথায় মেয়েরে, কিছু ঠিক ঠিকানা নাই তারে।
কেহ মা হারা কেও পুত্র হারা কার দেহ ভাসল নদীর জলেতে।
কত মানুষ মরল ডুবিয়ে, নদীর জলে ভাসাছে।
মরল গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া সংখ্যা বলি নাই তারে॥
অমনি ত্রাণ কার্য্য চালাইয়া যাচ্ছে যে সরকারেতে।
নৌকা দিয়ে উদ্ধার করে, আনছে সকল লোকেরে॥
লোকের খাবার দিয়ে আসছে গো, কত দিয়ে বিমানেতে।

—:০:—

[১৪]

অলিম্পিক সার্কাস।

সিন্নি কাড়াকাড়ি করে।
দিন গাছটা দাড়িয়ে আছে দ্বারে॥
অলিম্পিক সার্কাসেতে গো, আসছে যে কলিকাতে।
আজ ভাল খেলা দেখাইবে, দেখবে যত অধিবাসে॥
আলতা সিন্দুর বলিগো, টপ টপ করে মাথ পরে।
বিমানী, পাইছার খেকে দুখটা মাথ কসরত করে॥
যত খাচা যে তোমার চুকি গো, ওরেকি খেলার জালে।
নীচু করে, ফোঁস দিয়ে, লাঠিখানা মাথে পরে।
বিউটি ফুল দেখাবে তোমায় গো সকলে যখন চেহারে।
অধিবাসেরা, সিন্নি খেলা, চেয়ে চেয়ে দেখবে বলি তোমারে॥

—:০:—

[১৫]

চক বাজারে রাবণ বধ।

এবার চক বাজারে।
ও ঠাকুর গো দিয়েছে অলঙ্কার করে।

ইন্দ্রপুরী কিসে লাগে গো, দেখলে চকের ভিতরে।
যোগীগণে, যোগ ভুলে যায়, মুনিগণের মন হরে ॥
দুইটির একধারেতে নিতাই গউর হে, রাধাকৃষ্ণ ভিন ধারে।
যুগল বন্ধ যৌগ হয়েছে, একত্রে চাঁদ সূর্য্যারে ॥
রাধাগোবিন্দ যুগল নাম হে গাচ্ছে কি মধুর স্বরে।
মধুর রাসের, ভাব ভঙ্গিতে, দিচ্ছে সব মোহিত করে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে লোক হে, ঢুকছে চকের ভিতরে।
(মথুরের) নাম শুনব বলে, বসে আছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ॥
স্বর্ণ লঙ্কা হয়েছে বলিহে, বঙ্গ বিদ্যালয়ের মাঠেরে।
যে না দেখিল সেইত আছে মায়ের গর্ভের ভিতরে ॥
কোটী কোটী নর নারী হে, ছেলে মেয়ে আদি করে।
কিবা হিন্দু কিবা যবন, নাই যে জাতির বিচারে ॥
লোকের অন্ত নাই যে বলি হে চৌদ্দ দিন চৌদ্দ রাত ধরে।
পা ফেলিতে জায়গা কোথাও নাই বাঁকুড়ার শহরে ॥
যান বাহন না পেয়ে পথেতে হেটে আসছে দিগ দিগান্তরে।
রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে, আসছে গো দেখিবারে ॥
কুড়ি হস্ত রাবণ রাজার হে, দশ মুণ্ড কি শোভা করে।
রাম লক্ষণ দুটী ভাই, আছে ধনুর্ব্বাণ হাতে ধরে ॥
রামের অগ্নিবাণ যাচ্ছে ছুটে হে দেখাচ্ছে ইলেকট্রীকে ফিট্ করে
রাবণের বুকে পড়ে, ফিং দিয়ে রক্ত ঝরে।
সীতা হরণ করলি রাবণ রে বেপারী আটের ধারে।
[illegible] শ্রীরাম, বধ করিল, লিখা আছে পোস্টারে।

[১৬]

মায়ের কাছে বর প্রার্থনা।

ওমা তারা শঙ্করী।
আমায় দে মা মন্ত্রী করি।
এই ভেবেতে ঘুরে ঘুরে গো করলাম কত কেরেকারী।
কত দালান বাড়ী, করতে নারলাম গরীব দুঃখীর পেটের মারি করে চুরি
কেবল হাতটী গন্ধ হয়েছে গো, আমি হব গো ছুঁচা মারি।
এবার যাবে পাড়ায়, লুটব ভাণ্ডার বসে বসে গরীব উপরী॥
মাথা হাতি করে দিব গো, একটা তেতালা দালান বাড়ী।
কোটীপতি হয়ে মাগো, ধরে থাকবো মা তোর চরণ তরী॥

(১৭)

(স্বামীর প্রতি আক্ষেপ)

এমন স্বামীর ঘর না করে।
বিধবা হয়ে থাকা ভাল বাপের ঘরে॥
জীবনে কখন বলিনি গো একটা শাড়ীর মুখ না করে।
আজ কাপড়ের বেলায় যাই যে পিঠ ফিরিয়ে দেয় ফিক ফেরে॥
রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে গো, সকলে যে চলেছে যাবে।
তাই ছেলেমেয়ে আদি সবে দেখতে যাচ্ছে দল বেধে ঘরে।
কেউ গয়না বাঁধা দিচ্ছে বলি গো, কেউ বাঁধছে ঘটি বাটি বিক্রী করে।
কেউ পেটের মাড়ী দিচ্ছে দিয়ে ছুটছে চলেছে বাজারে॥
ছবি গবর দেখতে যাব গো, বলছি আজ দশ-দিন ধরে।
একটী নয় কাপড় এনে দাওরে, যাব আমি কি পরে॥

(১৮)

নিউ মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। (বাঁকুড়া)

দোকান [illegible] পরিবেশক।
বাজারের সেরা।
এ খবর রাখ ভাল ক'রে।
এ বছর কিনবে মিষ্টি পাকা নামের দোকানে॥

খাবে খাবে মিষ্টি শুধাবে, আনবে কোথায় কিনে ।
অন্য জায়গায় কিনতে হলে ঠকায় তাহা লোক চিনে ॥
নিউ মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যে চলে যাবে ঐখানে ।
বাজারের সেরা মিষ্টি ঠকবে না আর জীবনে ॥
কত প্রকার ছানার মিষ্টি হে, কত রকম ডিজাইনে ।
বড় বড় জিলাপি খাজা যায় যেমন প্রয়োজনে ॥

[১৯]

চক বাজারের ছবি ।

এবার চকের ধারে ।
ছবিগুলা করেছে কি চমৎকারে ॥

মহামায়ার পাশে বলি গো, একটা মেম্বার মেম্বারে ।
সে মাটির মেম্বার, না সত্যি মেম্বার, কেও কিছু বলতে নারে ॥
সবার সেরা দেখলাম ছবি গো, একটী কবচ মাদুলী গলায় ধরে ।
পঁচিশ বৎসরের একটি নারী নটা ছেলে প্রসব করে ॥
মা ষষ্ঠির বরে তার যে গো ছেলাতে গিজ গিজ করে ।
সবগুলিই যে হয়েছে সাদা, কিন্তু একটি কাল হোল কি করে ॥
দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ গো, ভীমসেন গদা মারে ।
অনন্ত শয্যায় নারায়ণ, (লক্ষ্মীদেবী) পদ দুটী সেবা করে ।
চা চাকা যে গড়ল ভাইগো, তাকে দাম দেয়া উচিত হয় নারে ।
সে এমনি খারাপ গড়েছে গো একবারে বেঁকা বাঁকারে ।
নরসিংহ দেখলাম বলিগো হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ভুঁড়ি বার করে ।
হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানেতে কাকে খাচ্ছে মাংস ঠকারে ॥
মদন ভস্ম দেখে মনে গো, হয় যে বড় চিন্তারে ।
যে আগুন বেরচ্ছে চোখে এখুনী করে দিবে ভস্মরে ॥
কি আশ্চর্য্য দেখলাম বলিগো (রামচন্দ্র) একটী পা দিল যে পাথরে
পাথরটী অহল্যা হয়ে দাড়িয়ে দণ্ডবৎ করে ।
কত প্রকার কত জিনিষ গো, টাঙ্গা রয়েছে রাস্তার উপরে ।
উপরে দেখব, না তলে দেখব না লোক দেখব এই বাজারে ।

—সমাপ্ত—